দৈনিক বাংলা

১২৮

তারিখ 15 MAY 1994

শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব

সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

বিভিন্ন সমস্যার কারণে মুন্সীগঞ্জ, মাগুরা, মতলব, ও দাগনভূঞার সরকারী ও বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধানতম সমস্যা হলো শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব ও অরাজীর্ণ ভবন। খবর নিজস্ব সংবাদদাতাদের।

মুন্সীগঞ্জ

স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ভবনগুলোর জরাজীর্ণ দশা, শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা, শ্রেণী কক্ষের সঙ্কট ও শিক্ষকের অভাবে জেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জেলায় ৫শ ৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭৮টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৭টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৪টি মাদ্রাসা এবং ১১টি কলেজ রয়েছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে জরাজীর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল। জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০৪টি। বিদ্যালয়গুলোতে ৫৫টি প্রধান শিক্ষকের পদসহ ২০৩টি শিক্ষক পদশূন্য রয়েছে। সদর থানার সৈয়দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬শ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিচ্ছে মাত্র ২ জন শিক্ষক। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ভবনগুলোর করুণ দশা। বৃষ্টিতে পানি ঝরে, দরজা, জানালা নেই, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ নেই ও শ্রেণী কক্ষের অভাব চরমভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা করুণ। জেলায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫৫টি। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত ২৪ ও আন রেজিস্ট্রিশনকৃত ৩১টি। কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি না থাকায় বিদ্যালয়গুলো ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শিক্ষকরা বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। সদর থানার মিরকাদিম, বেসরকারী বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রায় ৭ বছর যাবত শিক্ষকতা করছে। জেলায় ৭৬টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩টি সরকারী। বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। একই অবস্থা বিরাজ করছে ১৭টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২৪টি মাদ্রাসায়। ১১টি কলেজও সীমাহীন সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। শিক্ষা উপকরণের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে ছয় কলেজগুলোতেও। মাত্র ১টি কলেজ ব্যতীত অন্য কোন কলেজে আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষ শিক্ষকের অভাব, বিজ্ঞানাগারের স্বল্পতা এবং লাইব্রেরি বইয়ের স্বল্পতার দরুণ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কলেজ রাজনীতিতে বহিরাগতদের প্রভাবে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

মাগুরা

সরকার সারাদেশে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার চেষ্টা চালালেও মাগুরা জেলায় প্রায় ১৫ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে।

জেলা প্রাথমিক অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, জেলার চারটি থানায় মোট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ২৫ হাজারের মধ্যে ৬৬ হাজার বালক ৫৯ হাজার বালিকা। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয়ে ভর্তি রয়েছে মোট ১ লাখ ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী। জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬৭টি। এরমধ্যে মাত্র ২৭টি কাজের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় চলছে। এছাড়া বেশিরভাগ স্কুলেই লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই।

মতলব

মতলবে প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত। প্রাথমিক শিক্ষা কাকে বলে অধিকাংশ মতলববাসী জানে না। তাছাড়া মতলব থানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা বড়ই করুণ। কোনটার চালা নেই, কোনটার ভেড়া নেই, কোনটার বসার আসন নেই, কোনটায় ছাত্রছাত্রী সংকুলান হচ্ছে না। কোনটার দোতলার ইট আপনা আপনি ভেঙে পড়ছে। আবার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল শিক্ষক ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। আবার কোন কোনটা ৮৮-র বন্যায় ক্ষতি হওয়ার পর আজও উঠে দাঁড়ায়নি। আবার অনেকটায় খোলা আকাশের নিচে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করা হচ্ছে। প্রায় ৭ লাখ অধিবাসীর বাস এ থানায়। ৭ লাখ অধিবাসীর মধ্যেকেই আজ প্রাথমিক শিক্ষা কাকে বলে জানে না। স্বাধীনতার পর থেকে অনেক অভিযোগ করেও আজ পর্যন্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সরকারীকরণ করা হয়নি। যে সরকার আসে সেই সরকারের প্রতিনিধিরাই শুধু আশ্বাসের বাণী দিয়ে যায়। চাই মতলববাসী আজ আশ্বাসের বাণী শুনতে শুনতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। পরিসংখ্যান মতে জানা গেছে এ থানায় ৪০টি হাই স্কুল, সিনিয়র মাদ্রাসা ৯টি, জুনিয়র মাদ্রাসা ৭টি, বালিকা বিদ্যালয় ৩টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৪৩টি, মক্তব ২১০টি এবং ১টি মহিলা মহাবিদ্যালয়সহ ৩টি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। উল্লেখ্য এমন কোন অফিস আদালত নেই যেখানে মতলবের একজন না একজন দক্ষ কর্মকর্তা রয়েছেন। অথচ দুঃখ হলেও সত্য যে, এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটিও আজ পর্যন্ত সরকারী করা হয়নি। একটি সূত্রে জানা যায় এ থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশু-কিশোরের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ অথচ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে প্রায় ৫০/৬০ হাজার। তাও আবার উল্লেখিত বিদ্যালয়ে সংকুলান হচ্ছে না।

উল্লেখ্য গণতান্ত্রিক সরকার প্রধান প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকসহ শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ করলেও মতলববাসী এ কর্মসূচীর আওতার বাইরে রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

দাগনভূঞা

১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সিলোনীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ফেনী জেলার দাগনভূঞা থানার মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই পুরনো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু সমস্যা আর সমস্যা। এই বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯শ জন এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা ৯ জন। এছাড়া ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শ্রেণী কক্ষ নেই এবং নেই প্রয়োজনীয় আসাবাবপত্র।

বিদ্যালয়ের ৩টি কক্ষের মধ্যে ৮টি শাখায় ক্লাস হয়। শ্রেণী কক্ষগুলোর দরজা জানালাগুলো ভাঙা। কোন পাহারাদার না থাকায় এই ভাঙ্গা জানালা দিয়ে রাতের বেলায় কে বা কারা শ্রেণী কক্ষের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকে- যার কারণে বিদ্যালয়ে ক্লাস করার সময় শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হয় ও লেখাপড়ায় সারুণ বিঘ্ন ঘটে।